মেহেরপুরের বড় ধরনের লোকসানের আশঙ্কায় চাষিরা

অতি লোভে তাঁতী নষ্ট। একথার প্রমান মিলেছে গাংনীর সব্জী গ্রাম সাহারবাটি এলাকার কৃষকদের ভাগ্যে। শীতকালিন আগাম ফুল কপি ও বাঁধা কাপিতে অতিমাত্রায় কিটনাশক, রাসায়নিক সার ব্যবহার এবং কয়েকটি কোম্পানির কিটনাশক মিশিয়ে ককটেল তৈরি করে ফসলে স্প্রে করে এখন দিতে হচ্ছে খেসারত।
জমির ফুল কপি ও বাঁধা কপিতে পচন ধরায় চলতি মৌসুমে বড় ধরনের লোকসানের মুখে এখানকার কৃষকরা। আগাম শীতকালিন বাঁধা কপি ও ফুল কপির জমিতে পচন রোগ দেখা দিয়েছে। ফলে উৎপাদিত কপি জমিতেই নষ্ট হচ্ছে। আর ফুল কপির ওজন প্রত্যাশিত না হওয়ায় বাজরে বিক্রি করতে গিয়ে বড় ধরনের লোকসানের মুখে পড়তে হচ্ছে কৃষকদের।
বাঁধা কপি ও ফুলকপি বাজারে বিক্রি করে পরের আবাদে যাবেন তা নিয়ে শঙ্কায় রয়েছেন জেলার কৃষকরা।
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্যমতে, জেলায় এবার ২ হাজার ৩শ হেক্টর জমিতে আগাম শীতকালীন সবজির আবাদ হয়েছে। যার বেশিরভাগই ফু

লকপি ও বাঁধা কপি ।
জেলার গাংনী উপজেলার সাহারবাটি, নওয়াপাড়া, কালিগাংনী, গাঁড়াবাড়িয়া, সদর উপজেলার কুতুবপুর, উজলপুর, কুলবাড়িয়াসহ বিভিন্ন গ্রামের বিস্তির্ণ মাঠে আগাম শীতকালিন সব্জী আবাদ।
এজেলার উৎপাদিত সব্জী জেলার চাহিদা মিটিয়ে প্রতিদিনই ৫০ থেকে ৬০ ট্রাক সবজি চলে যাচ্ছে ঢাকা, চট্টগাম, সিলেট, বরিশাল, খুলনাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায়।
সবজির আবাদ করে ভাগ্যের পরিরবর্তন ঘটিয়েছেন এখানকার কৃষকেরা। তবে এবারের চিত্রটা একটু ভিন্ন। আগাম ফুলকপি ও বাঁধা কপির চাষে বড় ধরনের লোকসানের মুখে পড়তে হচ্ছে চাষিদের।

গাংনী উপজেলার নওয়াপাড়ার গ্রামের কৃষক মুকুল হোসেন জানান, চলতি মৌসূমে তিনি সাড়ে ৫ বিঘা জমিতে আগাম বাঁধা কপির চাষ করেছেন। এখন জমি থেকে কপি উত্তোলনের সময়। কিন্তু জমিতে কপি বল তৈরি হবার সময় পাতা শুকিয়ে পচন ধরছে। ফলে আর বল বড় হচ্ছে না। ব্যবসায়ীরা জমিতে কপির এ অবস্থা দেখে আর কিনতেও চাচ্ছেন না। যেখানে বাজরে বিঘা